

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

34171 - যবে ব্যক্তিশরিকলে লপিত হয়ছে আল্লাহ্ কিতাকে ক্শমা করবনে? কভিবে সে তার ঈমানকে মজবুত করতে পারে?

প্রশ্ন

আমি জানতে চাই, যবে ব্যক্তি জিনেশুনে শরিক করছে আল্লাহ্ কিতাকে ক্শমা করবনে? কনিতু, সে এখন তওবা করে সম্পূর্ণভাবে নিজের জীবন পরবিত্তন করতে চায়? এ ব্যক্তির ক্শমা প্রার্থনা কভিবে সম্পূর্ণ হতে পারে? সে ব্যক্তি কভিবে বুঝতে পারবনে যে, তাকে ক্শমা করে দেওয়া হয়ছে? সে কভিবে তার ঈমানকে মজবুত করতে পারে; যাতে করে হালালটা পালন করতে পারে এবং হারাম থেকে বরিত থাকতে পারে? আমার অনকে মানসকি সমস্যা আছে, যগুলো আমাকে পথভ্রষ্টতার দকিে নিয়ে যায় এবং আমার উপর প্রতবিন্ধকতা তরীে করে। আমি উপদশে ও আল্লাহ্ হদোয়তেরে মুখাপকেশী।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ্ তাআলা জানয়িছেনে যে, তিনি তওবাকারীর ও তার দকিে প্রত্যাভর্তনকারীর সকল গুনাহ মাফ করে দবিনে। তিনি বলনে, বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজদেরে প্রতি অবচির করছে আল্লাহ্ অনুগ্রহ হতে নরিশ হয়ো না; নশিচয় আল্লাহ্ সমস্ত গনোহ ক্শমা করে দবিনে। নশিচয় তিনি ক্শমাশীল ও পরম দয়ালু।”[সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

বশিষেভাবে শরিক থেকে তওবা করা ও সে তওবা কবুল হওয়ার প্রসঙ্গে এসছে, আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “এবং তারা আল্লাহ্ সাথে কোন উপাস্যকে ডাকে না। আর আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা নষিধে করছেনে, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর তারা ব্যভচির করে না; যবে ব্যক্তি এগুলো করবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কয়িমতরে দনি তার শাস্তি বর্ধতিভাবে প্রদান করা হবে এবং সখোনে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তবে যবে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ নকে দ্বারা পরবিত্তন করে দবিনে। আর আল্লাহ্ ক্শমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা ফবুরকান, আয়াত: ৬৮-৭০]

আল্লাহ্ তাআলা খ্রিস্টানদেরে শরিক ও কুফরেরে কথা উল্লেখ করার পর তাদেরকে তওবা করার আহ্বান জানয়িছেনে। তিনি

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বলনে: “তারা অবশ্যই কুফরী করছে যারা বলে, ‘আল্লাহ্ তও তনিরে মধ্য তৃতীয়। অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই। আর তারা যা বলে তা থেকে বরিত না হলে তাদের মধ্য যারা কুফরীর উপর অটল থাকবে তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসবে না ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ্ তও ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা মায়দা, আয়াত: ৭৩-৭৪]

গুনাহ্ যত বড় হোক না কেনে আল্লাহ্‌র ক্ষমা, মহানুভবতা ও অনুগ্রহ তার চয়ে বড়।

অতএব, আপনার কর্তব্য হচ্ছে— আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়া। কৃত কর্মেরে জন্য অনুতপ্ত হওয়া। পুনরায় সসেব কর্মে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া। তবে, আপনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, রহমত ও তাওফিকপ্রাপ্তির সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কারণ ইসলাম পূর্বেরে সকল গুনাহ্ ধ্বংস করে দেয়। যমেনটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বনি আস (রাঃ) কে বলছিলেন: “হে আমার! তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্বেরে সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়।”[সহি মুসলিমি (১২১) ও মুসনাদে আহমাদ (১৭৮৬১)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলনে: “গুনাহ্ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির মত যার গুনাহ্‌ই নাই।”[সুনানে তরিমযি, আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

বান্দা যদি তওবা করে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করনে, তাকে ক্ষমা করে দনে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “আর তিনিহি তাঁর বান্দাদেরে তওবা কবুল করনে ও পাপসমূহ মচোন করনে।”[সূরা শূরা, আয়াত: ২৫] তিনি আরও বলনে: “আর আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যি তওবা করে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারপর সৎপথে অবচিল থাকে।”[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৮২] তাই বান্দার কর্তব্য হচ্ছে— আল্লাহ্‌র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা, তওবা কবুল হওয়ার আশা রাখা। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “আমার বান্দা আমার প্রতি যমেন ধারণা করে আমিতমেন।”[সহি বুখারী (৭০৫৫) ও সহি মুসলিমি (২৬৭৫)] মুসনাদে আহমাদ (১৬০৫৯) এ সহি সনদে এসছে— “আমার বান্দা আমার প্রতি যমেন ধারণা করে আমিতমেন। অতএব, বান্দা আমার প্রতি যমেন ইচ্ছা তমেন ধারণা পোষণ করুক।”

আর ঈমান মজবুত করা: সটো বশে কিছু বিষয়েরে মাধ্যমে হতে পারে; যমেন—

১। বশে বশে আল্লাহ্‌র যিকির করা ও তাঁর কতিব তলোওয়াত করা এবং তাঁর নবীর প্রতি বশে বশে দিবুদ পাঠ করা।

২। ফরয ইবাদতসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা এবং বশে বশে নিফল ইবাদত করা; যাতে করে বান্দা আল্লাহ্ মহব্বত লাভে সফল হতে পারে। যার ফলে বান্দা তাওফিকপ্রাপ্ত হবে। যমেনটা হাদসি এসছে—

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

"আল্লাহ তাআলা বলেন- যবে ব্যক্তি আমার কোন ওলরি সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমিতার বরিদ্ধে লড়াই ঘোষণা করি। আমার বান্দার প্রতিযা ফরয করছে তা দ্বারাই সে আমার অধিক নকৈট্য লাভ করে। আমার বান্দা নফল ইবাদতরে মাধ্যমেও আমার নকৈট্য হাছলি করত থাকে। অবশেষে আমিতাকে ভালবাসি। যখন আমিতাকে ভালবাসি তখন আমিতার কর্ণ হয়ে যাই, যা দয়ি সে শুনবে। আমিতার চক্ষু হয়ে যাই, যা দয়ি সে দেখবে। আমিতার হাত হয়ে যাই, যা দয়ি সে ধরবে। আমিতার পা হয়ে যাই, যবে পা দয়ি সে চলাফরো করে। সে আমার কাছে যা কছি প্রার্থনা করে, আমিতাকে তা দই। সে যদি আমার নকিট আশ্রয় চায়, তাহলে আমিতাকে আশ্রয় দই। [সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৬১৩৭]

৩। সংকর্মশীলদরে সংশ্রবে থাকা। যারা তাকে নকৌর কাজে সহযোগিতা করবে এবং বদ কাজ থেকে দূরে রাখবে।

৪। পূর্ববর্তী সংকর্মশীল নকেকার আলমে, যাহদে (দুনিয়াবরিগী), ইবাদতগুজার ও তওবাকারীদরে জীবনী পড়া।

৫। পাপরে কথা মনে করয়ি দেয়ে কথিবা পাপরে দকি ডাকে এমন সবকছি থেকে দূরে থাকা।

সর্বপরি, ঈমান মজবুত হয় নকে আমলরে মাধ্যমে এবং বদ আমল পরহির করার মাধ্যমে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে আপনাকে তাওফকি দনে, আপনার তওবা কবুল করে ননে এবং আপনার অন্তরকে সঠিকি পথে পরিচালিতি করনে।

আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ।